



অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৯  
Obhishashon o Shonar Manush  
**Shommilon 2019**

28 April 2019 ■ Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka



নিরাপদ অভিবাসন চাই, দেশ গড়তে বিদেশ যাই  
অভিবাসীর ঘামের টাকা, সচল রাখে দেশের চাকা



RMMRU

বিশ্ব ঐক্য  
এসো

অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৯  
**Obhibashon o Shonar Manush  
Shommilon 2019**

28 April 2019 ■ Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka



**Refugee and Migratory Movements Research Unit**

# ACKNOWLEDGEMENT

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) promotes good governance in migration through evidence based research, policy advocacy and grassroots intervention. Over the years, RMMRU has produced a large volume of research. Those along with advocacy efforts led to major policy change towards securing rights of migrants.

As a part of advocacy initiative, RMMRU is organizing the Obhibashon o Shonar Manush Shommilon from 2009 to highlight the contribution of migrants and members of their families to national economy and acknowledge the role of services providers. The event supported by the DFID, UK under the PROKAS programme of the British Council. RMMRU is grateful to the organizations and people who have helped to make the event a success.

RMMRU has a strong and successful partnership with the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, Bureau of Manpower Employment and Training, Wage Earners' Welfare Board, BOESL, Probashi Kallayan Bank, A2I and BAIRA. The Unit has collaborative relationship with DEMO and TTCs and other stakeholders at grassroots level. RMMRU expresses its sincere gratitude for their continued support in its various efforts.

Members of RMMRU Migration Mediation Committee (MMC) and Migrants Right Protection Committees (MRPC) and Community Group for Migration Services (CGMS) are playing major role to provide important services to migrants at the grassroots. RMMRU is deeply indebted to the migrants, their left behind family members and children for sharing their stories to make the event a success.

RMMRU thanks the IBP partners of PROKAS Programme BCAS, CSRL, COAST, C3ER, ICCCAD, BOMSA, IID, WARBE, YPSA, BeezBistar and CAB for their continual support in collective approach and direct engagement to promote good governance in the migration sector. It also recognizes the important role that BASTOB, CCDA and BFF in making this event a success.

A number of commercial organizations provided their expertise in holding the Shommilon. RMMRU thanks Pathway for printing the Shommilon materials, Society for Media and Suitable Human Communication Technique (SoMaSHTe) for organising media coverage, and Maker Communication for its all round support. Finally, the entire team of RMMRU deserves a special thank for working tirelessly to make the Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2019 a success.

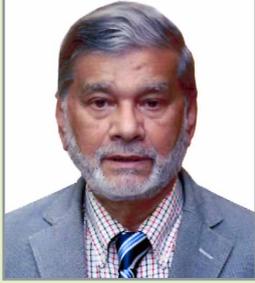
## **Dr. Tasneem Siddiqui**

Professor  
Political Science, University of Dhaha  
and  
Founding Chair, RMMRU





মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে প্রবাসীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মুক্তি সংগ্রামসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংকটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন প্রবাসী ভাই ও বোনেরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও রেমিটেন্স যোদ্ধা তথা প্রবাসীদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের বিনিয়োগ বান্ধব নীতির ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। প্রবাসীদের জন্য বিনিয়োগ সহজ করতে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকার অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। যার সাফল্য হিসেবে শুধুমাত্র ২০১৭ সালেই বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ১০ লাখ ৮ হাজার ১৩০ জনের এবং ২০১৮ সালে রেমিটেন্স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৫৪ হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অভিবাসীদের অসামান্য এই অবদানকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে এবং টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

সরকার ইতিমধ্যেই সপ্তম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

অভিবাসীদের নিয়ে বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে যাওয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান “রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেশনের মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)” অভিবাসীর অবদানকে মূল্যায়ন এবং অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে অভিবাসন বান্ধব সেবা প্রদানে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চতুর্থবারের মত “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০১৯” আয়োজন করেছে, সেজন্য আমি তাদেরকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।

আমি ‘রামরু’ এবং “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০১৯” আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।



এম. এ. মান্নান এমপি



মাননীয় সংসদ সদস্য  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি ছোট দেশ হলেও সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে দিন দিন বিশ্বের কাছে সমাদৃত হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে প্রতিবছর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশেষ ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ নিম্নমধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নমধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দেশের অর্থনীতি যে কয়টি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি রেমিটেন্স বা প্রবাসীর আয়। স্বাধীনতা পরবর্তী যে সকল খাত দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসামান্য অগ্রগতি সাধনে সক্ষম করেছে তার মধ্যে জনশক্তি রফতানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেখানে অভিবাসীর উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। জনশক্তি রফতানি দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা নিরসনে ও গ্রামীণ উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

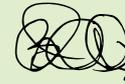
অভিবাসীর সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে। অভিবাসন খাতে সুশাসন ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে সংসদীয় ককাস যা এ খাতের সম্ভাবনা ও

প্রতিবন্ধতাকে বিবেচনায় তৃনমূলে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

অভিবাসী ও অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থাসমূহকে সম্মাননা প্রদানের উদ্দেশ্যে রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেন্টস মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ৪র্থ বারের মতো “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০১৯” আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শ্রমঅভিবাসন নিয়ে রামরু-র দীর্ঘযাত্রা ও কর্মপ্রক্রিয়া, আমার দৃষ্টিতে দিকদর্শনের মতো। অভিবাসন খাতের গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রামরু-র জ্ঞানসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ এই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এবং নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন নিশ্চিত হবে। রামরু-র সঙ্গে দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। এই সংগঠনের সকলের জন্য রইলো আমার শুভ কামনা।

আমি ‘রামরু’র এই উদ্যোগ “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০১৯” এর সফলতা কামনা করছি।

  
২৪/১১

মো. ইসরাফিল আলম, এমপি





প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ এবং এর মাধ্যমে অর্জিত রেমিটেন্স টেকসই উন্নয়নে অন্যতম সহায়ক হিসেবে অবদান রেখেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের জন্য ২০১৮ সালে প্রায় ৭,৩৪,১৮১ জন এবং ২০১৭ সালে প্রায় ১০,০৮,৫২৫ জন কর্মী গমন করেছে এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে তাদের কষ্টার্জিত ১৪,৯৫৬.৭৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিটেন্স হিসাবে পাওয়া গেছে। নিয়মিত, নিরাপদ, সম্মানজনক ও সুশৃঙ্খল বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সারা দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরির জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দেশে প্রায় ৭০টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) ও ইন্সটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) স্থাপন করা হয়েছে এবং ৬টিরও বেশী ভাষা শিক্ষাসহ ৫৫টিরও বেশী ট্রেডে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করেছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ ও সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রবাসী বাংলাদেশীর কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ, বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ; উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করাসহ কাঠামোবদ্ধ এবং সুচিন্তিত উদ্যোগ

গ্রহণের মাধ্যমে প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ও বহির্বিশ্বে মানসম্মত কর্মের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপানে সম্পূর্ণ বিনা অভিবাসন ব্যয়ে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন গমন ও একই সাথে দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কর্মীরা গমন করেছে। প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশ্বের ২৯টি দেশে শ্রম কল্যাণ উইং এবং দেশে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কাজ করেছে। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে করণীয় কাজ করে যাচ্ছে এ মন্ত্রণালয়।

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেন্টস মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০১৯” এর মাধ্যমে অভিবাসী ও অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থাসমূহকে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সম্মাননা প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সেজন্য আমি তাদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষিত ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হবে।

আমি “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন-২০১৯” সফলতা কামনা করছি।

রৌনক জাহান, সচিব



অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেশন মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। অভিবাসীর অধিকার সুরক্ষায় রামরু গবেষণা, মিডিয়া এডভোকেসি, প্রশিক্ষণ, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনাসহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসি করছে। অভিবাসন বিষয়ক রামরু-র রয়েছে ৮০-টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা। রামরু-র গবেষণাধর্মী ফলাফল, সুপারিশমালা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন অভিবাসন সেक्टरে নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এক অধ্যায়, বিশেষত: ২০১৩ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-র খসড়া তৈরী, অভিবাসন সেবা বিকেন্দ্রীকরণ, নারী অভিবাসনে নীতি পরিবর্তন, প্রবাসী কল্যান ব্যাংক পরিচালনার খসড়া পলিসি তৈরী, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া তৈরীসহ জাতিসংঘের অভিবাসী বিষয়ক ১৯৯০ কনভেনশন অনুমোদন হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে যা অভিবাসীর অধিকার সুরক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারিত অভিবাসী ও তার পরিবারের জন্য দ্রুত আইনি সেবা নিশ্চিত করতে রামরু সৃজনশীলতার সাথে একটি মেডিয়েশন মডেল প্রণয়ন করেছে এবং ‘অভিবাসীর আদালত’ শিরোনামে টেলিভিশনভিত্তিক একটি অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

রামরু সফল অভিবাসী ও অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থাসমূহকে সম্মাননা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৪র্থ বারের মতো “অভিবাসন ও সোনার মানুষ

সম্মিলন-২০১৯” আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ পর্যায়ে রামরু অভিবাসীর সম্মান ও দেশে থাকা নারী অভিবাসীর স্বামীকে তাদের ত্যাগের মর্যাদা হিসেবে সম্মাননা প্রদান করছে। একইসাথে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং অভিবাসন ও ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির রূপরেখাও তুলে ধরার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রামরু বিশ্বাস করে যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সামগ্রিকভাবে অভিবাসীর স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এবং অভিবাসনে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমি এ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সফল উদ্যোক্তা, ত্যাগী অভিবাসী পরিবার ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে মূল্যায়ন, উৎসাহিত ও অনুপ্রেরনা প্রদানের উদ্দেশ্যে “অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন” আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

ড: শাহ্‌দীন মালিক

সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট  
চেয়ার, রামরু  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



# PROGRAM SCHEDULE

Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2019 | 28 April 2019 ; Carnival Hall, Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka

9.00	<b>Registration</b>
9.25	<b>Guests take seat</b>
	<b>Inaugural Session</b>
9.30	<b>Objectives and Rationale of the Obhibashon O Shonar Manush Shommilon 2019</b> Dr. Tasneem Siddiqui, Founding Chair, RMMRU
	Introducing the Cultural Performance to Honour the Migrants by the Special Guest <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Ashraf Siddiqui, Poet and Folkloriest</li> <li>• Dr. Atiq Rahman, Executive Director, Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS)</li> </ul>
	<b>Symposium on Migration and 2030 Agenda for Sustainable Development Goals</b>
	<b>Panel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, CPD</li> <li>• Dr. Saleemul Huq, Director, ICCCAD</li> <li>• Dr. Iftekharuzzaman, Executive Director, Transparency International, Bangladesh</li> <li>• Mr. Ahmed Jamal, Deputy Governor, Bangladesh Bank</li> <li>• Ms. Shirin Lira, IBP Manager and Gender &amp; Social Inclusion Adviser, PROKAS</li> </ul>
10:00	<b>Address by Special Guest:</b> Mr. Jerry Fox, Team Leader, PROKAS, British Council <b>Address by Guest of Honour:</b> Ms. Rownaq Jahan, Secretary, MoEWOE, Government of Bangladesh
	<b>Address by Chief Guest:</b> Dr. Hossain Zillur Rahman, Former Advisor, Caretaker Government <b>Address by Chair:</b> Dr. Shamsul Alam, Senior Secretary and Member, GED, Planning Commission

12.00	<b>Solidarity Statement by:</b> NGO's/ CSO's- IID, WARBE, YPSA <b>Address by Chair:</b> Mr. Salim Reza, Additional Secretary, Director General, BMET
12.20	<b>Photo Exhibition and Visit of Stalls</b>
13.00	<b>Lunch Break</b>
	<b>Highlights of Inter-University Parliamentary Debate Competition on Migration</b>
14.00	<b>Address by the Special Guest:</b> Ms. Shaheen Anam, Executive Director, Manusher Jonno Foundation <b>Address by the Guest of Honours:</b> Mr. Benjir Ahmed, MP, President, BAIRA <b>Address by the Chief Guest:</b> Mr. Md. Israfil Alam, MP, Chair, Parliamentary Caucus on Migration
	<b>Concluding Session: Shonar Manush Award Ceremony</b> Launch of the book Towards Transparency in recruitment: Making Dalal Visible
	<b>Award Distribution</b>
15.00	<b>Address by the Special Guests:</b> Ms. Judith Herbertson, Country Representative, DFID, Bangladesh (tbc) <b>Address by the Chief Guest:</b> Mr. M. A. Mannan MP, Hon'ble Minister of Planning, Government of Bangladesh <b>Address by the Chair:</b> Dr. Anisuzzaman, National Professor, Government of Bangladesh
16.30	<b>Vote of Thanks</b>

## Obhishon o Shonar Manush Shommilon 2019

# Aims and Objectives

### Background

Bangladesh, in recent years, has become a role model of development in the world. Remittances of migrant workers have become an integral part of the country's prosperity. Remittances make up for about 12 per cent of the country's GDP. The net foreign exchange earnings from migration are several times higher than receipts from ready-made garments and foreign direct assistance.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) acknowledges that migration is an important livelihood strategy for the poor to move out of poverty. Over last 24 years, RMMRU has worked diligently to highlight the role of migration to initiate pro-poor growth and poverty. In addition to policy relevant research RMMRU plays a key role in imparting training, policy advocacy and grassroots mobilization for establishing the rights of migrants. It has been pioneer in launching media campaign for raising awareness of migrants and members of their families as well as to highlight their contribution to the broader society. In 2018 it designed innovative programmes to help migrants' access to justice and ensure a well-governed and informed migration system. Over the years, RMMRU has worked in close cooperation with the government to improve migration governance in the country. The Unit had the honour to prepare the primary draft of the Overseas Employment Policy 2006 at the request of the government. It also prepared the draft law of Overseas Employment and Migration Act, 2013 upon request of the

Law Commission of Bangladesh. Through evidence-based research on female migration RMMRU launched a campaign that ultimately led to the lifting of ban on female migration. The Unit was instrumental in convincing the government for the ratification of 1990 UN Convention on Migrant Workers. The near monopoly of Western Union on remittance transfer to Bangladesh was brought to an end at the behest of RMMRU.

### The Award Ceremony

Over the years as part of its campaign for safe migration and better utilization of remittances RMMRU has been organizing local level fairs in different districts of the country. In addition, it has organised three national Shonar Manush Shommilons in 2009, 2011 and 2018 in which successful migrants, members of their families and their service providers were honoured with Shonar Manush Awards. Eminent persons, including the Ministers of Finance and Expatriates' Welfare and Overseas Employment, State Minister for Foreign Affairs, reputed academics, Governor of Bangladesh Bank, Managing Directors of banks, rights and migration activists took part in the programmes. These programmes were organised at the Bangabandhu International Convention Centre. Various service providing institutions, including those of the government, private sector and civil society set up stalls at the venue. In a festive mood the day was celebrated. The 2018 Shommilon highlighted the need for adoption of Migration Vision 2030 for declaring a decade of migration.

This year, RMMRU has decided to acknowledge the role of migrants, members of their families and services providers in implementing the Sustainable Development Goals and fulfilling the objectives of the Global Compact for Migration. The Sustainable Development Goals (SDGs) are a universal call for action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. The Goal 1, 5, 8, and 16 of the SDGs reflect on poverty reduction, safety of migrant workers and access to justice. Lastly, Goal 17 is on the partnership for achieving these goals.

Furthermore, on 13 July 2018 UN Member States finalized the text for the first-ever UN global agreement on a common approach to international migration in all its dimensions.

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration comprises 23 objectives for better managing migration at local, national, regional and global levels. The festival this year will acknowledge the contribution in achieving the targets of SDGs regarding migration and the objectives of GCM. Efforts on reducing poverty through migration, on ensuring safe environment for migrant workers, particularly the women migrant workers as well as access to justice through mediation will feature prominently in this year's Shommilon. The partnership for achieving the goals involving migration will also be prioritized. Reflecting our rich cultural heritage Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2019 will feature daily struggles and achievements of migrant through debate, music and dance performances.



# Proposal and Action points to address Migration and 2030 Agenda for Sustainable Development Goals

## **SDG 1: Reducing Poverty**

- Initiate concrete action for an international agreement to eliminate banking fees and charges for sending remittances below a certain amount, in line with the spirit of SDG 10C. This should be seen as contribution of the global business and financial sector towards implementation of the SDGs. Such an initiative will increase the amount of remittance received by the households of the migrant workers, increase their disposable income and advance the cause of poverty alleviation as envisioned under the SDG1 (elimination of hardcore poverty).
- Set up a fund for underwriting (subsidising) migration costs for households living below the hard core poverty line, and for households in particular districts where average percentage of people below the poverty line is relatively high. A threshold (say poverty level of 40% and above) may be considered for selection of the lagging districts for such support. This will help address concerns about spatial dimensions of poverty which is emerging as a key challenge for Bangladesh.
- Create investment opportunities for migrant workers by issuing a special category of “investment bonds”. Such bonds could raise funds for Bangladesh’s infrastructure development and at the same time ensure good, long

term and secure returns for migrant workers and their families, and thereby contribute to poverty alleviation.

**Dr. Mustafizur Rahman**  
Distinguished Fellow, CPD

## **SDG: 5: Female Domestic Workers from Bangladesh**

Women and girls, everywhere, must have equal rights and opportunity, and be able to live free of violence and discrimination. Women’s equality and empowerment integral part to all dimensions of inclusive and sustainable development. Female migrants, particularly girls, have less information, less education, and fewer options for regular migration, which puts them at greater risk of exploitation and abuse, including trafficking. Migration is most likely to empower women and girls when it is regular and orderly and women can make informed choices, and have access to legal protection, services and social networks in countries of origin and destination. However, gender norms and social norms in migrants’ country of origin and destination also influence the outcomes of migration for women and girls and could expose them to harm, abuse and discrimination. Considering the migration context in Bangladesh, the following actions are important to achieve SDG Goal 5:

- No ban on female migration as a means to protect women and children, it contravenes women's human rights. Migration increases women's access to education and economic resources and can improve their autonomy and status as well as well of their families and children. In the national plan of action women migration (migration and re-integration) needs to be developed to address the root causes of gender discrimination in migration cycle or the risks female migrants face in sending and receiving countries.
- Special skill development programme should be undertaken for unskilled or semi-skilled aspirant female migrants. Government, international organisations and Civil Society groups and Private Sector need to work in collaboration and collectively to ensure safe and fairer migration for women.
- Government and Recruiting Agencies should have clear agreement with the destination countries to ensure safety, security, shelter and justice services for female migrants. Parties must ensure that female migrant workers receive all the information and have access to services whenever required.

**Shirin Lira**

IBP Manager and Gender & Social Inclusion Adviser  
PROKAS, British Council

### ***SDG 8: Bring The Cost of remittance transfer down to 3%***

The flow of inward remittances from Bangladeshi nationals working abroad continuing its growth trend in FY19 and played an important role to increase foreign exchange reserve and strengthening the current account balance of our country. Receipts from this sector have increased by 17.32% percent

from USD 12,769.38 million in FY17 to USD 14,982.30 million in FY18. Compared to first 9 months in FY18 the remittance growth rate increased 10.03% to first 9 months of FY19.

Over the past few years reducing cost of remittances is the vital issue for wage earners. Cost of migration is a major concern to all major remittance earning countries. According to 'Remittance Price Worldwide' of World Bank global average cost of sending remittance is 7.01%. However, compared to other top remittance earning countries, cost of remittance to Bangladesh is reasonably low. Cost from remitter end reducing year by year. In this year from the 'Remittance Price Worldwide' of World Bank it is shown that for sending USD 200 to Bangladesh from maximum countries average cost below 4%.

In Bangladesh end there is no cost involvement for beneficiary on wage earners remittance. Banks do not charge any amount for Account credit or cash pay-out. Cost involved only in the sending end. However, the lower the sending cost is beneficial for our expatriates as well as the country as a whole. The Bangladesh Government and Bangladesh Bank are working on either to reduce the remittance transfer cost or to manage it other way.

Presently we have 1225 active drawing arrangements. More than 260 exchange houses all over the world for collection of remittance. In compliance with the regulations of the host countries, 29 exchange houses of Bangladeshi banks (10 in UK), mostly in Europe, America, Canada, Malaysia and Singapore having NRB concentration have been permitted for smooth collection of remittance. Bank led model of remittance distribution network has been introduced though inclusion of BEFTN, mobile banking services, Micro Finance Institutes (MFIs), Post Offices all over Bangladesh. All these payment facilities are virtually aimed at quick disbursement as well as elimination of informal remittance inflows.

Eventually it is good to see that remittance growth continuing in the current fiscal year. Our government and Bangladesh Bank are continuously working on wage earners remittance to better facilitate them.

**Ahmed Jamal**  
Deputy Governor, Bangladesh Bank

### ***SDG 11: Creating Climate Resilient 2nd Tier Cities in Bangladesh***

The pledge of Sustainable Development Goal 11 is to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Like most countries, the cities have been a driving force of Bangladesh's economy, and it is expected that by 2035, about half of the total population in the country will inhabit urban areas.

- National Government should emphasize the decentralization of power through the development of self-sufficient 2nd Tier Cities and towns all over Bangladesh to better support the internally displaced population.
- Government Policy should be designed to support second-tier cities with all necessary amenities of an urban environment while strengthening and safeguarding the cultural and natural heritage of these cities.
- Knowledge sharing platform at the national level, enables multi stakeholder collaboration, through workshops, training sessions and conference.

**Dr. Saleemul Huq**  
Director, ICCAD

### ***SDG 16: Transparent Migration Governance System in Bangladesh***

One of the main challenges that bedevils the migration governance system and accounts for pervasive corruption in the sector is the lack of accountability of the dalals (middlemen) who despite their key role in the supply chain remain outside any policy and regulatory framework. Hence, they are engaged in unrestrained corruption and exploitation of the migrant workers with impunity. Equally, in spite of accounting for nearly 90 percent of labour migration from Bangladesh, the individual visa/work permit suppliers are also outside any legal framework and any mechanism of control and accountability. The recruiting agencies in collusion with these two categories of stakeholders operating hand in gloves with a section of officials of relevant government bodies make up the syndicate to which the migration sector remains hostage. The existing legal framework which does not recognize the dalals and individual visa sellers must be reformed and effectively enforced through a robust control and monitoring mechanism to ensure transparency and accountably. Laws and rules must be effectively enforced to bring to account officials at all levels who are involved in corruption, extortion and harassment. (SDG 16.5, 16.6)

Corruption in the migration sector begins at the destination countries. A recent research<sup>1</sup> has shown that illegal payments for visa/work permit for migrant workers collected by powerful syndicates in Saudi Arabia, Oman, Qatar, UAE, Malaysia and Singapore in 2016 accounted for Taka 16,873 crores (over \$ 2.1 billion) transferred illicitly from Bangladesh. This must be addressed through proactive bilateral negotiations as part of robust diplomatic efforts to ensure level playing field for

1

[https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2017/FullReport\\_Migration\\_English.pdf](https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2017/FullReport_Migration_English.pdf)

all sourcing countries. Compared to other regional sourcing countries Bangladeshi workers are long being forced to pay many times higher price for visa/work permit the bulk of which is collected by unscrupulous vested groups in destination countries. Bangladesh's migration diplomacy must represent a paradigm shift informed by the fact that labour migration is a two-way movement from which the demand side benefits equally, if not more than the supply side. Targeted diplomatic negotiations must be undertaken to ensure safe and secure migration, protection of fundamental rights, work place safety and dignity as well as justice in case of any violations with particular emphasis on rights of women migrants. Specific guarantee provisions must be contained in each bilateral arrangement under which destination countries are provided access to Bangladeshi migrant workers, especially women. (SDG 16.3, 16.4, 16.5)

We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth and sustainable development. We also

recognize that international migration is a multi-dimensional reality of major relevance for the development of countries of origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses. We will cooperate internationally to ensure safe, orderly and regular migration involving full respect for human rights and the humane treatment of migrants regardless of migration status, of refugees and of displaced persons. Such cooperation should also strengthen the resilience of communities hosting refugees, particularly in developing countries. We underline the right of migrants to return to their country of citizenship, and recall that States must ensure that their returning nationals are duly received.

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies

**Dr. Iftekharuzzaman**  
Executive Director, TIB



## Solidarity Statement

# Making SDG inclusive of male and female migrants of Bangladesh

Migration is an inherent part of all of the goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development principle to “leave no-one behind”. Attainment of some of the SDGs are important for ensuring the safe, regular and orderly migration from Bangladesh and protection of all migrants’ rights including climate induced displaced persons. Government institutions, civil society organizations, partners’ of PROKAS and other stakeholders need to work closely to implement and monitor the SDG goals and targets. I believe the discussion that we had this morning will contribute to develop appropriate strategies to harness the benefits of safe migration to achieve the SDGs. I am expressing my solidarity with such a timely initiative.

**Syed Saiful Haque**  
Chairman, WARBE Development Foundation

As Bangladesh economy grows with a huge demographic dividend, expanding safe employment opportunities at home and abroad has become a priority for the government, which is reflected in its national commitment through Election Manifesto 2018, and in its international commitments like Sustainable Development Goals (SDGs). Government’s commitment to safe migration was further emphasised when the Prime Minister’s proposal for UN Global Compact on Migration was adopted in the GFMD 2018 in Morocco.

However, implementation of these commitments require support from and collaboration with multi-stakeholders, including civil society and non-government actors. IID is proud to be a part of a consortium promoting fairer labour migration. Being a part of that consortium, it gives me hope and encouragement to see RMMRU not only bringing together the best minds of this sector, and also recognising some of them for their contributions. I wish all the success to this initiatives.

**Sayeed Ahamed**  
CEO, IID- Institute of Informatics and Development

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হল শ্রমশক্তি রপ্তানি খাত। বর্তমানে বিশ্বের ১৬৫টি দেশে প্রায় এক কোটি অভিবাসী শ্রমিক কাজ করছেন। দেশের অর্থনীতিতে জোরালো ভূমিকা রাখছেন। শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, পাশাপাশি অর্জন ব্যাপক এবং গভীর। ইপসার গবেষণায় দেখায়, বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই খাতটি নানা সমস্যায় জর্জরিত যেমন; অতিরিক্ত দালাল নির্ভরতা, অধিক অভিবাসন ব্যয়, সক্ষমতার ঘাটতি, চাহিদার তুলনায় অধিক গমনেচ্ছু ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা, আন্তর্জাতিক পরিবেশে কাজ করার জন্য যে মানের শিক্ষা, ভাষাজ্ঞান, সংস্কৃতি-বোধ, আচরণ-বিধি, অর্থজ্ঞান থাকা প্রয়োজন তার অভাব রয়েছে বাংলাদেশী

অভিবাসী শ্রমিকদের। তাদের অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ পান। এক্ষেত্রে তাদের বেতন খুব কম হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়না। ফলে পদে পদে তারা হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হন। অভিবাসীদের আইনী আশ্রয় লাভের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রান্তিক অভিবাসীদের জন্যও প্রবেশগম্য নয়। পুরুষ অভিবাসী শ্রমিকদের তুলনায় নারী অভিবাসী শ্রমিকরা বেশী ঝুঁকিপূর্ণ ও বেশী প্রতারিত হচ্ছে। উপরোক্ত সমস্যাগুলো দূরীকরণে, অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা ও অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইপসা বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে সরকার ও উন্নয়নসহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে আসছে। ইপসা মনে করে, দেশের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী এই খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দালাল নির্ভরতাকে নিয়ন্ত্রণ, প্রতারণা ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহিতা আনয়ণ জরুরী। এই ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা রয়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা, বিশেষ করে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান (৮.৮) ও অসমতাহ্রাস (১০.৭) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দরকার সম্মিলিত প্রয়াস এবং সমন্বয়। এটা নিশ্চিত করতে পারলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হবে।

আমি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভিবাসনে নারী ও পুরুষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় সম্মিলিত এই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি।

মো: আরিফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক, ইপসা



## Introducing

# Shonar Manush Shommanona 2019

### Shonar Manush Shommanona

Bangladeshis who go abroad as short term contract workers mostly belong to semi-skilled and low-skilled categories. Despite facing many odds, both in the home country before migration, and in destination countries, many migrants have not only transformed the socio-economic conditions of their households, they have also contributed to the development of their respective communities and created employment opportunities for others. The nation as a whole acknowledges the contribution of migrants to the national economy through their hard earned remittances. They are indeed Shonar Manush of Bangladesh. RMMRU bestows Shonar Manush Shommanona on them to acknowledge their contribution. Migrants who send remittances through formal channel and invested a section of their remittances in enterprise development have been given priority in presenting such an award.

### Shonar Manush Paribar Shommanona

#### Left behind family

In the absence of the principal bread winner, often the migrant, their family members have to make great sacrifices. Many a time members of migrant families particularly spouses and children, have to pay inordinate social costs. In recognizing the contribution of left behind members of migrant households RMMRU has decided to bestow Shonar Manush Paribar Award.

### Shonar Manush Sheba Shomannona

#### District Employment and Manpower Offices (DEMO)

Migration is one of the most important livelihood strategies of the people of Bangladesh. In order to extend migration related services to different parts of the country the Government has established DEMOs at the district level. In recent times the functions of DEMOs have been de-centralised to provide improved services in taking fingerprint, visa checking, completion of registration, issuing Smart Card and NOC, and registering online complaint. RMMRU is delighted to recognize the contribution of DEMO officials who are delivering such services with deep commitment and dedication.

#### Technical Training Center (TTC)

As the demand of skilled work force is on the rise across the world, Bangladesh needs more skilled human resource. Skilled migration reduces exploitation and increases income. The Technical Training Centres (TTCs) are playing important role in skilling both male and female migrants through imparting skills training. The TTCs also provide with pre-departure briefing to outgoing migrants. Despite financial and resource constraints some TTCs are imparting innovative method in administering training courses. RMMRU recognises the contribution of TTC leadership through awarding the Shonar Mansuh Sheba Award.

## যারা সোনার মানুষ সম্মাননা পেলেন

### Recipients of Shonar Manush Shommanona



#### সোনার মানুষ মোঃ জাফর ইকবাল, টাঙ্গাইল

মোঃ জাফর ইকবাল টাঙ্গাইল জেলার সহবতপুর ইউনিয়নের বীরসলিল গ্রামের বাসিন্দা। পিতৃ-মাতৃহীন জাফর ইকবাল এস.এস.সি. পাশ করে কলেজে ভর্তি হলেও অর্থের অভাবে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। জীবিকার তাগিদে ২০০৪ সালে এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় সৌদি আরবে গিয়ে সেখানকার এয়ারপোর্টে শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক উপায়ে দেশে পাঠিয়ে তিনি দেশে ২০-২৫ টি গরু কিনে একটি ফার্ম তৈরী করেন এবং ফার্ম পরিচালনার জন্য ৩ জন কর্মী নিয়োগ করেন। ৬ বছর পর দেশে ফিরে এসে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করে ধীরে ধীরে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। বর্তমানে টাঙ্গাইল শহরে তার ৫ শতক জায়গার উপর ৪ তলা একটি বাসা আছে। এছাড়াও চাষাবাদ করার জন্য তিনি কিছু জমি ক্রয় করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করছেন। পাশাপাশি ফসল ফলানোর জন্য তিনি একটি পানি সেচ পাম্প ক্রয় করেছেন। তিনি একটি মার্কেটের জন্য জমি ক্রয় করে সেখানে দোকান করে ভাড়া দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি একটি ইটের ভাটা তৈরী করেছেন যেখানে আনুমানিক ২৮০ জন লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আনন্দের সাথে বলেন “নিজে একজন শ্রমিক হয়েও আজ আমি প্রায় ৩০০ লোকের কাজের সুযোগ করে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।” সততা, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে মোঃ জাফর ইকবাল আজ সফলতা অর্জন করেছেন যা অন্যান্য অভিবাসীর জন্য উদাহরণ। তিনি বাংলাদেশের একজন সোনার মানুষ।

#### Shonar Manush Md. Zafar Iqbal, Tangail

Md. Zafar Iqbal is an inhabitant of Birshalil village, Shahabatpur union, Tangail. In the absence of his deceased parents Zafar Iqbal could not continue his studies after completing his SSC. He went to Saudi Arabia in 2004 with the help of a relative and started working as a labourer at the airport. Upon return after six years he started a dairy farm with 20-25 cows with his earning in Saudi Arabia. Currently he owns a four-storied building on five decimal land in Tangail town. Zafar Iqbal also bought a few plots of agricultural land and irrigation pump. He has built a market and rented out shops. He has started a brick kiln factory where around two hundred and eighty people are working. He says, “I feel proud to create employment of about three hundred people”. Working with honesty, hard work and devotion Md. Zafar Iqbal has made himself an example for other migrants. He is a Shonar Manush of Bangladesh.

### সোনার মানুষ ছুরত আলম, কক্সবাজার

ছুরত আলম কক্সবাজার জেলার সাতঘনিয়াপাড়া এলাকার অধিবাসী। ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি ১৯৯৮ সালে সৌদি আরবে যান। সেখানে গিয়ে শুরুতে তিন বছর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। এরপর তার জমানো সঞ্চয় দিয়ে সেখানে ব্যবসা শুরু করেন। ১২ বছরের প্রবাস জীবন শেষে ২০১০ সালে সৌদি আরব থেকে নাড়ির টানে দেশে ফেরত আসেন। দেশে এসে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কৃষি, মাছ চাষ, পোলটি ও নার্সারি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার মুরগীর খামারে এখন প্রায় ২৭,০০০ লেয়ার মুরগী রয়েছে, ৬০ একর জায়গা জুড়ে তার বিস্তীর্ণ রাবার বাগান, ৫ একর জায়গার ওপর মাছ চাষের প্রজেক্ট রয়েছে। এছাড়াও তিনি একটি মোটর পার্টসের দোকান এর মালিক। ছুরত আলম সফল অভিবাসনের পর দেশে ফেরত এসে স্থানীয় প্রায় ১০০ লোকের কর্মসংস্থান করেছেন। বিদেশে কাজ করে দেশে ফিরে এসে তিনি সমাজের জন্য কিছু করতে পেরে নিজেকে সফল মনে করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন সোনার মানুষ।

### Shonar Manush Surat Alam, Cox's Bazar

Surat Alam is a resident of Satghaniyapara, Cox's Bazar. He went to Saudi Arabia in 1998 to improve his financial condition. First he started working in a garments factory for three years. Later he started petty business and saved money. He returned to Bangladesh after his successful stay abroad for 12 years. After returning home he completed training courses on agriculture, fish cultivation, poultry and nursery management under Department of Youth Development. He invested on a large poultry farm (around 27,000 chickens), rubber garden on 60 acres of land, fish cultivation project in 5 acres of waterbody. Besides those, Surat Alam is the proud owner of a motor parts shop. He has successfully created employment of about 100 people. He feels proud to be a successful entrepreneur. He is indeed a Shonar Manush of Bangladesh.



## Recipients of Shonar Manush Paribar Shommanona Left behind Husband



**মো: আবদুর রশিদ**, নারী অভিবাসীর স্বামী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

মো: আব্দুর রশিদ পেশায় একজন কৃষিভিত্তিক দিনমজুর। অভাব অনটনের কারণে ঋনগ্রস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ঋন পরিশোধের উপায় হিসেবে তার স্ত্রী বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করেন। এখন তার স্ত্রী সৌদি আরবে গৃহকর্মীর কাজ করছেন। স্ত্রী সৌদি আরব যাওয়ার পর আবদুর রশিদের প্রতিদিনের কাজের ধরন পাল্টে গেছে। এখন প্রতিদিন তিনি ছোট ছেলেকে স্কুলে আনা নেওয়া করেন। রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার, কাপড়চোপড় ধোয়াসহ অন্যান্য কাজ করেন। এই বয়সে এইভাবে স্ত্রী ছাড়া একাকী বসবাস করা তার জন্য খুব কষ্টের। যখন খুব বেশি মন খারাপ লাগে তখন তিনি বাইরে গিয়ে হাটাহাটি করেন, চায়ের দোকানে গল্পগুজব করেন। তার কষ্ট হয় যখন স্ত্রী বাইরে থাকার ব্যাপারটাকে কেউ নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করে। "অনেকেই বলে স্ত্রী বিদেশ কাজ করে আর আমি দেশে বসে বসে খাই", "বিদেশ মেয়েদের কাজের জন্য পবিবেশ খুব খারাপ"। তবে তিনি মনে করেন বিদেশ গিয়ে যদি আয় উন্নতি করা যায় তাহলে তো সেটাই ভালো। ঋন পরিশোধ করতে তার স্ত্রীর আরও কিছুদিন বিদেশ থাকতে হবে। তার মতে, "পাখির জোড় ভেঙে গেলে যেমন কষ্ট লাগে স্ত্রী ছাড়া একজন স্বামীর ঠিক তেমন হয়"।

**Md. Abdur Rashid**, Husband of a Female Migrant, Rupganj, Narayanganj

Md. Abdur Rashid is an agro based day labourer. It was becoming very difficult for him to clear the family debt. Finding no other alternative, his wife went abroad. Now his wife is a domestic worker in Saudi Arabia. After his wife went abroad Rashid's daily life has undergone a major transformation. Now he takes his son to school regularly. He does cooking, cleaning, washing clothes and many other chores. At this age, it is very difficult for him to live without his wife. When he misses his wife very much he goes for a walk outside or chats in the tea stall. It hurts him the most when people cast aspersion. Sometime people accuse him on living on his wife's money. At other times, they make pointed remarks that female workers do not work in safe conditions overseas. But Rashid remains resolute in his conviction that his family's condition will improve with the remittances sent by his wife and the sacrifices that both of them are making. His wife has to stay abroad for a few more months to clear the debt. He bemoans, "a husband without a wife is like a bird without its pair".

## Recipients of Shonar Manush Paribar Shommanona Left behind Children

অঁথে আজাদ মিম, অভিবাসী পরিবারের  
সন্তান, দোহার, ঢাকা

অঁথে আজাদ মিমের বয়স ৯ বছর। তার বাবা সৌদি আরব প্রবাসী। গত বছর সে পঞ্চম শ্রেণীতে জিপিএ ৪.৬৭ অর্জন করে। দৈনিক প্রায় ৬/৭ ঘন্টা পড়াশুনা করে সে। কিছু দিন আগে তাদের স্কুলের অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ মিমকে নির্বাচন করে। সেখানে তার অভিবাদন বক্তব্য শুনে মন্ত্রীমহোদয় তার প্রশংসা করেন। মিম একজন সফল অভিবাসীর কন্যা।



**Othoy Azad Mim**, Left behind Children, Dohar, Dhaka

Othoy Azad Mim is 9 years of age. Her father is a migrant in Saudi Arabia. She is in Class V and achieved 4.67 in the final examination. Every day she studies for six to seven hours. She is a confident girl. It is for that reason she was selected by the school authority to give a speech in a school programme that was attended by the education minister. The minister was deeply impressed with her performance and praised her speech.

মো: হাসিব হোসেন, অভিবাসী  
পরিবারের সন্তান, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

হাসিবের বাবা দুই বছর ধরে বাহরাইনে থাকেন। তিন ভাই আর বাবা মাকে নিয়ে হাসিবের পরিবার। হাসিবের বাবা বিদেশ থেকে যে টাকা পাঠান তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে কোন রকমভাবে সংসার চলে যায় তাদের। হাসিবরা দুই ভাই পড়াশুনা করে। দুই ভাইয়ের মধ্যে হাসিব শুরু থেকেই লেখাপড়ায় ভালো। গত বছর পিএসসি পরীক্ষায় সে জিপিএ ৫ পেয়েছে। বাবার অনুপস্থিতিতে সে পরিবারের কাজে সাহায্য করে। সে তার মা'র এবং পরিবারের কষ্ট বোঝে। হাসিব তার পরিবারের গর্ব।



**Md. Hasib Hossain**, Left behind Children, Raipur, Lakshmipur

Hasib's father has been living in Bahrain for two years. Hasib's family consists of three brothers and parents. Most of the money from remittances sent by his father is spent in clearing back the family debt. Among his brothers Hasib has always been the bright student. He has achieved GPA 5 in PSC examination last year. In the absence of his father Hasib helps his mother in doing family chores. The family is proud of Hasib's achievement.

সাদিয়া আক্তার, অভিবাসী পরিবারের সন্তান, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ

সাদিয়া আক্তার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। তার বয়স ১১ বছর। তার বাবা মালয়েশিয়া প্রবাসী এবং মা একজন গৃহিণী। ছোটবেলা থেকে সাদিয়া পড়ালেখায় ভাল। সে গত বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ অর্জন করেছে। সাদিয়া তার পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছে। দুই মেয়ের লেখাপড়ার

জন্য তার বাবা অনেক টাকা খরচ করেন। অল্প বয়স থেকে তাদের জন্য প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। লেখাপড়ার খরচে তার পরিবার কখনও কার্পণ্য করেননি, ভবিষ্যতে ও করবেন না। সাদিয়ার বাবা মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেন।



**Sadia Akhter**, Left behind Children, Sree Nagar, Munshiganj  
Sadia Akhter is a student of Class 6. She is 11 years old. Her father is a migrant who is living in Malaysia and her mother is a house wife. Sadia showed signs of excellence from her early age. She achieved GPA 5 last year in PSC examination. She has made her family proud. Understanding the value of education her father spends money in private tutors. Sadia's father dreams of the day when Sadia will become successful in her career and make them even more proud.

নাফিউর রহমান আদিব এবং নাদিউর রহমান পৃথিব, অভিবাসী পরিবারের সন্তান, রায়পাড়া, দোহার

আদিব এবং পৃথিব দুই ভাই এবছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের বাবা প্রায় ১০ বছর ধরে সৌদি আরবে নির্মাণ খাতে কাজ করেন। বাবার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের ভালোভাবে পড়াশোনা করানো।

ঘরের দৈনন্দিন খরচ ব্যতীত বাবার উপার্জনের অধিকাংশ টাকা পড়াশোনার জন্য ব্যয় করা হয়। ভালো ফলাফলের জন্য ভালো স্কুলে ভর্তি করানো, বাসায় শিক্ষক রাখা এবং কোচিং-এ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই ভাই বাবার কষ্টের টাকা যাতে বৃথা না যায় সেজন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করছে। দশম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উভয়েই ভালো রেজাল্ট করেছে: আদিব ক্লাসে দ্বিতীয় এবং পৃথিব তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তাদের মা বলেছেন, “ছেলেদের এই কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট আমার স্বামীর কষ্টকে যেন সার্থক করেছে”।



**Nafiuur Rahman Adib and Nadiur Rahman Prithib**, Left behind Children, Raipara, Dohar

Two brothers Adib and Prithib have appeared in SSC examination this year. Their father is a construction worker in Saudi Arabia for last 10 years. Most of his father's money is spent for their education. He makes sure they avail proper schooling, private tutors and coaching. The brothers are also working hard so that the struggle of their father does not go in vain. Both of them have done very well in final examinations in Class 10 with Adib securing second and Prithib third position. Their mother says, “Their results have made their father proud.”

## যারা সোনার মানুষ সেবা সম্মাননা পেলেন

### Recipients of Shonar Manush Sheba Shommanona



**Debobroto Ghosh**, Assistant Director, DEMO, Cumilla

DEMO, Cumilla is performing as migrant friendly institution and providing the highest number of services to the migrants under the decentralization initiative of BMET. In order to promote safe migration it has organized more than 20 seminars coordinating with INGOs, NGOs, civil society, teachers and students in 2018. To increase awareness among migrant communities it has disseminated information through publishing "Nirapod Obhibashon Tottho Sohayika", placing advertisements in local TV channel, newspaper and Bangladesh Betar, Cumilla. It provided information to more than 1 lac male and female migrants in Brahmanbaria and Cumilla District. Mr. Debobroto Ghosh, Cumilla DEMO has been awarded with Shonar Manush Sheba Award.



**Kartick Chandra Debnath**, Assistant Director, DEMO, Tangail

Kartik Chandra Debnath is working as Assistant Director of DEMO Tangail Office. He has helped registering 40,745 aspirant migrant workers online in the 2018. In addition he helped bring back 140 bodies of deceased migrants and secure compensation a total of Taka 4,35,00,000 for the families of the deceased. He also helped injured workers to secure compensation of Taka 1,60,77,310. Most importantly, DEMO Tangail is providing support for mediation at grassroots level. To ensure access to justice DEMO, Tangail received 80 online complaints and 90 direct complaints from affected migrants. Shonar Manush Sheba Award is being given to Kartik Chandra Debnath for his contribution towards the development of migration sector in Tangail for introducing technology based solutions to problems.



**Mir Kamrul Hossain**, Assistant Director, DEMO, Sylhet

Mr. Mir Kamrul Hossain is playing a key role in providing migration services smoothly at grassroots level to facilitate safe migration and protect the rights of migrants. He has identified fraudulence as one of the major challenges for migrants in his areas so he has taken legal initiatives against the wrong doers to eradicate cheating in migration. DEMO Sylhet has made extensive campaign to popularize smart card among the migrant community. Besides, this DEMO is providing exclusive services to migrants in airport to ensure easy access to services. For these initiatives the Shonar Manush Sheba Award is being given to Mr. Mir Kamrul Hossain, Assistant Director, DEMO, Sylhet.



**Sasthi Pada Ray**, Assistant Director, DEMO, Faridpur

Sasthi Pada Ray is working for improving migration management system as Assistant Director of Faridpur. Under his sincere effort and leadership DEMO Faridpur has successfully organised a large number of briefing sessions at district, upazila and union levels. Most importantly Faridpur, Rajbari, Madaripur, and Shariyotpur Technical Training Centers (TTCs) and Faridpur DEMO are collaboratively working to strengthen safe migration and have provided information to migrants through pre-departure training and housekeeping training about safe migration and welfare services, complaint system. The victims directly communicate with DEMO, Faridpur when they face any problems. DEMO Faridpur helped to return a number of affected migrants in 2018. Sasthi Pada Ray through his hard work is taking the services at the doorsteps of the migrants. It is for this reason RMMRU is awarding Shonar Manush Sheba Award to Sasthi Pada Ray.



**Eng. Kamruzzaman**, Principal, TTC, Tangail

Eng. Kamruzzaman is the principal of Technical Training Center, Tangail. He has successfully managed to bring some positive changes in the TTC operation last year. He has focused on various practical skill development and language training in 12 different trades. The speciality of Tangail TTC is their curriculum is designed creatively. This has resulted in high percentage of job placement (75%) under his leadership. The migrants are offered a friendly environment free from any kind of harassment. In 2018, a total number of 35,445 trainees have completed their courses from his institution. 200 female migrants have successfully completed skill and language trainings for the Middle East and Hong Kong. It is for all these contribution Eng. Kamruzzaman is being awarded Shonar Manush Sheba Award, 2019 by RMMRU.



**Md. Atiqur Rahman**, Acting Principal, TTC, Gaibandha

Md. Atiqur Rahman is currently the acting principal of Gaibandha TTC. Under his supervision Gaibandha TTC has been successfully conducting various training programmes using unique tools like multimedia classrooms, awareness videos, group discussions, internet facilities, experience sharing etc. Last year a total number of 5,124 migrants have successfully completed courses in both skill and language trainings from Gaibandha TTC. Md. Atiqur Rahman has ensured safe and secured training environment with modern tools. RMMRU is awarding him Shonar Manush Sheba Award, 2019 for his unique method of training for ensuring security concerns of migrants.



**Md. Lutfar Rahman**, Principal, TTC Rangpur

Md. Lutfar Rahman, is the Principal of Technical Training Center (TTC), Rangpur and since his joining he has been able to bring many positive changes like introducing 20 training courses in 8 trades, training for female migrants for Jordan and special driving training for United Arab Emirates. Besides it is the only TTC which is approved by City and Guilds UK and this year 8 technical interns have been selected for Japan from this TTC. In 2018 total 4648 male and female migrants received training. Most importantly, Rangpur TTC signed MoU with 5 institutions for providing standard and innovative training to migrants. For his innovative steps towards providing training and contribution in this sector Md. Lutfar Rahman has been awarded with Shonar Manush Sheba Award.



**Mohammad Sazzad Hossain Bhuiyan**, Principal, BMTTC, Barisal

Mr. Mohammad Sazzad Hossain Bhuiyan is working as the Principal at BMTTC, Barisal. He has taken many innovative steps to provide services using digital equipment. The courses of this center are provided according to the needs of the market. In this TTC students have access to modern computer lab, multimedia projector, digital banner, modern tools and equipments and IP camera. In 2018 a total 4665 students received training from this TTC. For all these initiatives RMMRU is awarding Mr. Mohammad Sazzad Hossain Bhuiyan with the Shonar Manush Sheba Award.



**Eng. S. M Imdadul Haque**, Principal, TTC, Pabna

Eng. S.M Imdadul Haque is the principal of Pabna TTC. He has been conducting 20 training courses in different skill development and language courses in 2018. Under his supervision Pabna TTC has been operating regular and evening courses as well. He has specially focused on language courses in Japanese, English and Korean. Apart from proper medical facilities, he has established a library that contains 2,000 books. He also has facilitated the training sessions by using internet and projector. Around 933 female from 12,398 people in total have been provided trainings last year. For these achievements RMMRU is awarding Eng. S.M Imdadul Haque Shonar Manush Sheba Award this year.

## The Organizer

# Refugee and Migratory Movements Research Unit

The Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) was established in 1995. Since then RMMRU has been engaged in research and policy advocacy on labour migration, rights on refugees, displaced and vulnerable people. It also works for promoting human rights and good governance through training, media campaign and grassroots intervention for establishing the rights of migrants. Over almost two decades RMMRU has produced more than 80 basic researches.

### Pioneer in Primary Research on Migration

RMMRU researches contributed to evidence based policy change. Included among them are female labour migration, migrant workers' remittance and micro finance institutions in Bangladesh, institutionalizing Diaspora linkage, role of dual/multiple citizenship in encouraging Diaspora investment in the home country, decent work and migration, migration in national development strategies, climate change adaptation and migration, impact of migration on poverty and development, climate change related migration in Chittagong Hill Tracts, informality in recruitment, decentralization of migration governance, social exclusion and migration, statelessness of Urdu speaking community, Rohingya

refugees and maritime migration through the Bay of Bengal. In recent years RMMRU conducted research on middleman, decentralization on DEMO services and prepared strategy document for BOESL, WEWB and developed an arbitration model for BAIRA.

### Major engagement in Policy Advocacy

RMMRU's research and advocacy on female international labour migration contributed to withdrawal of ban on migration of unskilled women. In 2001, RMMRU in collaboration with civil society and the private sector, prepared a policy document to streamline labour recruitment from Bangladesh. In 2003, following extensive RMMRU research and advocacy on female migration, the newly-created Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment (MoEWOE) brought in changes in the female labour migration policy allowing unskilled or semi-skilled women to migrate for the first time. RMMRU prepared the drafts of the Overseas Employment Policy 2006 and the Overseas Employment and Migration Act 2013 for the government of Bangladesh. The Unit played an important role in highlighting the role of migration in the preparation of the 6th Five Year Plan. Through research and relentless advocacy RMMRU has successfully articulated the position

that migration can be an important climate change adaptation strategy. RMMRU's research on the role of middleman created a space to advocate for fairer recruitment system to regularize dalal in migration process.

### **RMMRU's Innovation and collaborative approach:**

RMMRU has designed its programme innovatively through partnership and collaboration with various government and non-governmental organizations. The most important recent initiatives are holding of Shonar Manush Shommilon, media advocacy through Obhibashir Adalot (Migrants' Court), establishment of joint Legal Support Cell hotline support at BMET, establishment of emergency support centre for female migrants, national media campaign on safe migration, formation of Migrant Rights Protection Committees (MRPC) at the union level providing services, establishment of the grievance management system through Migration Mediation Committee (MMC), creating online complaint registration system of BMET and the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

### **Field based programme**

RMMRU is also engaged in field level programmes. Recently, RMMRU has developed Migration Mediation Model to ensure access to justice at grassroots level. It also formed Community Groups for migration services to avail government services at the grassroots level. Through partner NGOs and Migrant Rights Protection Committees RMMRU ensures that migrants receive the services that various government and

private agencies offer. The MRPCs run awareness campaign programmes, offer facilitation services on checking visa and issuance of passports for departing migrants and accessing bank loans. It links members of deceased or injured migrants with local DEMO, WEWB offices to secure compensation and other services.

### **RMMRU's engagement at the International and Regional Level**

RMMRU played a pivotal role in convincing the Bangladesh government for the ratification of the 1990 UN Convention on Migrant Workers and Members of their families. It has prepared one of the six background papers of the first three GFMD Civil Society Days. It has completed multi-continent Research Programme Consortium on Migrating out of Poverty led by University of Sussex, UK, and Safe and Sustainable Cities: Human Security, Migration and Wellbeing with the University of Exeter. Besides RMMRU is a member of multi-country consortium on Climate Change, Adaptation and Migration- DECCMA led by University of Southampton, UK, and member of the consortium of Non-traditional Security Asia led by Nanyang Technological University, Singapore. Over the years, it has developed partnership with Migrant Forum Asia, based in the Philippines and Forum Asia, based in Thailand, Asia Pacific Refugee Rights Network and UN Major Group for Children and Youth (UNMGCY). Presently it is the Secretariat of the Bangladesh Civil Society for Migration (BCSM), an alliance civil society organizations that work on migration.

# উঠান বৈঠক

বাস্তবায়নে : সিজিএমএস

আয়োজনে : রামক







নিরাপদ অভিবাসন চাই, দেশ গড়তে বিদেশ যাই



অভিবাসীর ঘামের টাকা, সচল রাখে দেশের চাকা



**PROKAS**  
Promoting Knowledge  
for Accountable Systems

**BRITISH  
COUNCIL**



## PARTICIPANTS



Refugee and Migratory Movements Research Unit

Satter Bhaban (4th Floor), 179, Shahid Syed Nazrul Islam Sarani  
Bijoy Nagar, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 880-2-9360338  
E-mail: info@mmru.org, Website: www.mmru.org